OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 645 - 651
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রক্ষণশীল ও সংস্কারক— দ্বৈত নাকি অদ্বৈত সহাবস্থান : এক নারীর কবি হয়ে ওঠার পটভূমি এবং উনিশ শতকের বিচিত্র সমাজ

ড. পীযুষ নন্দী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
Email ID: nandi.benwbsu@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Nineteenth century, Conservative, Reformist, Education, Society, Individual, Conflict, Traditional, Hindu, Brahma, Religion.

Abstract
The nineteenth century was a formative era for the Bengali identity—a process shaped not merely by indigenous traditions but also fueled by the 'energy' derived from an opposing culture. Naturally, a narrative diametrically opposed to established Bengali customs, thought processes, and cultural norms was knocking at the door. One cannot simply measure this nation's new journey across the landscape—starting from a single point—using the axioms of Euclidean geometry. Even if we were to categorize our native ethos as 'conservative' and the opposing progressive ideas as variables 'x' and 'y', the construction of the 'individual' during this period cannot be reduced to a rigid, binary choice between absolute truth and falsehood. Our primary aim is to explore how society played a role in shaping the individual amidst the confluence of diverse ideas in the nineteenth century. The tradition of modern intellectual discourse among Bengalis, which began with Rammohan, soon branched out into various ideological streams. Bengalis adopted and rejected these ideas in their own distinct ways. Was this process of acceptance and rejection instantaneous, or did Bengalis seek to internalize these ideas by categorizing and embracing them? Consider the two broad perspectives on women's education: the view that women should be denied educational opportunities versus Rammohan's famous challenge—asking whether anyone had ever actually given women the chance to learn and prove their capabilities. Did Bengalis truly align themselves with—and genuinely practice—these 'conservative' and 'progressive' schools of thought? One might well question the validity of such a neat dichotomy. Can all the events of the nineteenth century be so easily categorized? Here, we aim to explore this complex interplay of ideas by examining the life and literary work of the nineteenth-century poet Mankumari Basu. The era saw the emergence of domestic education for women in conservative Hindu families and the rise of the Brahmo movement as a counter to Hindu idolatry and associated superstitions; yet, reformers themselves became divided over the issue of

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

radical reform, with conservatism often retaining significant influence. Amidst this blend of currents, nineteenth-century social life was not only steeped in ideology but also gave rise to compelling narratives. Mankumari Basu was the daughter of a traditional Hindu family—an upbringing clearly reflected in her lifestyle and conduct—yet her strong personality was distinguished by a spirit of liberalism and humanism. It is within the journey of such a woman becoming a poet that we find the convergence of these ideologies—an intersection we seek to understand.

Discussion

বিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যবস্থা মূলত মননঋদ্ধ ও ব্যক্তিনির্ভরশীল ছিল। প্রচলিত নৈতিক চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রথাগত ভাবনার বিরোধী চরিত্রকে নস্যাৎ করার যে সামাজিক প্রেরণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তা আর বজায় থাকেনি। হ্যাকমান উপন্যাসের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট বোঝাতে গিয়ে একটি আসাধারণ কথা বলেছিলেন, -

> "reflects the tendencies of a new world still in the making."[১]

বাংলার বিংশ শতাব্দী ছিল সেই তৈরির কাল, যেখানে নতুন ভাবনা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। মূলত এই কারণেই সমালোচক বলেছেন—

> "মননধর্ম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ, অন্ধ সংস্কার-কিংবা রক্ষণশীল-মুক্ত দৃষ্টি, আবেগ আতিশয্যের প্রতি আঘাত ... প্রমথ চৌধুরীর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এসে উত্তরকালের কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে।"[২]

সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্য সেক্ষেত্রে সমাজভাবনা, সংস্কার ও তথাকথিত রক্ষণশীল নীতি-নৈতিকতার চর্চায় আবদ্ধ থেকেছে বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথাগত চিন্তাভাবনা আর বিংশ শতাব্দীতে সংস্কারমুক্ত চিন্তাভাবনা, এই দুই ভাবনাই ছিল দুই শতাব্দীর সমাজ গঠনের মূল আধার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিধবা রোহিণীর[৩] প্রেমকে উক্ত সমাজের সংস্কারী দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে, আর বিংশ শতাব্দীতে সেই বিধবা বিনোদীনির[৪] প্রেমকেই কিছুটা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি। মানকুমারী বসুর মৃত্যু হয়েছে ১৯৪৩ সালে, তাই মানকুমারী বসু বিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বেড়ে ওঠা বা জীবনভাবনা তৈরি হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে। মানকুমারী বসুর আত্ম-উপলব্ধি সমাজের প্রথাগত নৈতিক-অনৈতিক এবং ভালো-মন্দের মাপকাঠিতেই গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ব্যক্তির ভাবনা, চরিত্র সবসময় নির্দিষ্ট কালের মূল্যবোধের দ্বারা গড়ে ওঠে। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবির চিন্তাভাবনা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবে তাঁর শৈশবকালীন শিক্ষাটিকেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

> "বাবা বলিতেন, 'মিথ্যা কথা বলিও না, পরের জিনিষ চুরি করিও না, কখনও কুপথে যাইও না'-ইত্যাদি। আমি সকলের অপেক্ষা ছোট; সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কথাগুলি আমার খুব মনে থাকিত।"[৫]

কথাগুলি যে কবির মানসিকতা গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের এই নৈতিক পারিবারিক শিক্ষার আবহেই মানকুমারী বসু বড় হয়ে উঠেছিলেন। শৈশবকাল থেকে কবিও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই ভাবনাগুলিকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর নৈতিক শিক্ষার পাঠ কতটা সুদৃঢ় ছিল, তা কবির একটা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায়। একদিন ফুল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছোট্ট মানকুমারী বসু দীর্ঘাকায় এক শিংওয়ালা গরুর সামনে পড়লে, তিনি ঘুরপথে বনের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। কবি এ ব্যাপারে জানিয়েছিলেন –

> " 'বাবা! আজ আমি কুপথে গিয়াছিলাম।' বাবা আমার চোখের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন করিয়া কুপথে গিয়াছিলে মা?' আমি বলিতে লাগিলাম, 'আপনি ওদের কুপথে যাইতে মানা করিয়াছেন, আমিও কুপথে যাই না, আজ রাস্তার উপরে একটা গরু ছিল বলিয়া কুপথ দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।' "[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কন্যার এহেন ধারণায় পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরী কী ভেবেছিলেন তা জানা যায় না। তবে কবি জানিয়েছিলেন -

> "সেই দিন হইতে আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে মনোযোগ করিলেন।"[৭]

পরবর্তী জীবনে যাতে মেয়ের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে পারে, সেই কারণে আনন্দমোহন বাবু কন্যাকে শুধু নীতিশিক্ষা নয়, লেখাপড়া শেখাতেও মনোযোগী হয়েছিলেন। আনন্দমোহন বাবু কবিকে ছোটো থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন - মানুষের জীবনের দর্শন আসলে ছোটোবেলার শিক্ষাতেই তৈরি হয়। কবির কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

> "অতি বাল্যকাল হইতে ভগবানকে আমি ভক্তি বিশ্বাস করিতাম। আমার পিতৃদেব সেই ভক্তি বিশ্বাসের বীজ বপন করেন এবং স্বামী ইহার বিকাশ সাধন করেন।"[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর এহেন সামাজিক ভাবনাচিন্তাই মানকুমারী বসুর জীবনবোধকে গঠন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নতুন করে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল এবং মানকুমারী বসুর আবির্ভাবকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে এই ঘটনাটিরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কারণ তাঁর পরবর্তী সাহিত্য-জীবনে এর সমধিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

আসলে মানকুমারী বসুর আবির্ভাবকালীন সময়ের মূল্যবোধ, তৎকালীন আপামর বাঙালির জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। মানকুমারী বসুর জীবনভাবনা এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে বলা যায়। উনিশ শতক জুড়ে ব্রাহ্মসমাজের নীতি নির্ধারক মানুষজন নারী মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির ব্যাপারে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের সেই উদ্যোগে নতুন করে জোয়ার এনেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর আগমনে ব্রাহ্মসমাজ একাধিক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ, বর্ণভেদ বিলোপ, উপবীত ত্যাগ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীর সমানাধিকার, বাল্যবিবাহ বর্জন প্রভৃতি একাধিক সংস্কার করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর আগমনের পরেই প্রথম ব্রাহ্মসমাজে অব্রাহ্মণ কোনো ব্যক্তিকে আচার্যের পদ দেওয়া হয়েছিল।[৯] এর ফলে নতুন করে সামাজিক আলোড়ন তৈরি হয়। সেই সময়কে অর্থাৎ ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের সময়কালকে শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের নব উত্থান বলে চিহ্নিত করেছেন।[১০] ব্রাহ্মসমাজের এই জাতীয় নব উত্থানের ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরদিকে তেমনি তার ফলে সমাজের বিশেষ পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অলোক রায়ের একটি মন্তব্য আমরা উদ্ধার করতে পারি। তিনি বলেছেন –

> "...এই সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন ও নবীন দলের ভেদ সৃষ্টি হল।"[১১]

এই সময়পর্বেই ব্রাহ্মসমাজের ভাঙন ধরে এবং দুটি পৃথক দলের সৃষ্টি হয়। আরো একটু পরে গিয়ে নতুন তৈরি হওয়া ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় আর একটি পৃথক দলে বিভাজিত হয়। যদিও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটা সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে অলোক রায় বলেছেন –

> "দেবেন্দ্রনাথ কখনও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি।"[১২]

এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মসমাজের আমূল বদল ঘটিয়েছেন। যদিও নতুন ব্রাহ্মসমাজ নব্য সংস্কারের ফলে জনমানসে বিশেষ আলোড়ন তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তার ফলে সমকালীন সমাজে প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার প্রসারও ঘটেছিল। কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে উনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে সমাজে একটা নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছিল। কেশব সেনের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর বিবাহরীতি হিন্দুসমাজ বা আদি ব্রাহ্মসমাজ কেউই মেনে নিতে পারেননি। এর ফলেই সমাজে নতুন করে হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে অলোক রায় মন্তব্য করেছেন –

> "শিবনাথ শাস্ত্রীর মনে হয়েছে এই সময় থেকে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান প্রয়াস' বাড়তে থাকে।"[১৩]

উনিশ শতকের শেষের দিকে এই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ফলে সমাজে নতুন করে প্রথাগত মূল্যবোধ ও ন্যায়-নীতি বোধের প্রসার ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সনাতন হিন্দু ভাবধারার আলোকে নতুন করে জেগে উঠতে শুরু করে। আর এই সকল ভাবনা বা মূল্যবোধ সমসাময়িক হিন্দু বাঙালির পারিবারিক শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। আবার এই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ফলেই উনিশ শতকের শেষের দিকে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার ব্যাপারে বাঙালির মনের কিছুটা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মানকুমারী বসুর ব্যক্তি জীবন, শিক্ষা, ন্যায়-নীতি বোধ সকল কিছুই উনিশ শতকের এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়পর্বের একাধিক মহিলা লেখিকা এই সময়ের প্রভাবকে স্বীকার করেই সাহিত্য রচনা করছেন। সেই কারণে তাঁরা স্বশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন চিন্তায় ও কর্মে সচেতন হলেও, তাঁদের মূল্যবোধ ও ন্যায়-নীতি চেতনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়পর্বের শিক্ষিতা মহিলাগণ সামাজিক কর্মে অনুরাগী ছিলেন। এর একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক কারণ হল এই পর্বের মহিলা সাহিত্যিকদের অনেকেই ছিলেন বিধবা, তাই তৎকালীন নারী সমাজের মঙ্গল কামনায় তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। তাঁর ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য অনুসন্ধান করলে উনিশ শতকের এই প্রেক্ষাপটটির প্রভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। বিবুধশঙ্কর বসু মারা যাবার পর কবি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করার সংকল্প করেছিলেন। তাঁর মতে –

> "আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্তব্য। ইহা যখন আমার 'সত্য' বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।"[১৪]

স্বামীর মৃত্যুর পর কবি সংসারে আবদ্ধ থেকে শান্তি পাচ্ছেন না, -

> "কেবল গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না।"[১৫]

স্বামীর বিচ্ছেদ ব্যথায় কবির মন পরিপূর্ণ। তাই তিনি ঈশ্বর সেবায় নিজের মনের দৃঢ়তাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তাঁর অনুভব –

> "ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ববিধাতার কাছে আত্মোৎসর্গ করা উচিত।"[১৬]

এই ধর্মীয় ন্যায়-নীতিমূলক ভাবনা কবির জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মানকুমারী বসুর মতো মহিলারা এই ভাবনাকে আত্মস্থ করেই বড় হয়ে উঠেছেন। সেই সময় প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা' পত্রিকায় বিধবা মহিলা এবং বালক-বালিকাদের জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য লেখা প্রকাশ করা হত; এই কারণে কবিও 'সখা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। শুধু 'সখা' নয়, একই ভাবনা নিয়ে তিনি 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হন। এবিষয়ে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্য কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল ছিল। সেইজন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি 'বামাবোধিনী'তে লেখিকা-শ্রেণীভুক্তা হইলাম।"[১৭]

কবি ১৮৮৮ সালে 'বনবাসিনী' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস লিখেছিলেন। এই লেখার পিছনে কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বিধবা মহিলাদের অবশ্যকর্তব্য সম্বন্ধীয় সামাজিক নীতিশিক্ষা প্রদান করা। লেখিকার উক্তি থেকেই সেকথা জানা যায় -

> "... বিধবা রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে 'বনবাসিনী' লিখিয়াছিলাম।"[১৮]

তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। মানকুমারী বসু অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও সুশীল ছিলেন। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সদুপদেশ সকল সময়ে তিনি নতশিরে গ্রহন করতেন। সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবি সর্বদা চিন্তা করতেন, তারই ফলস্বরূপ তাঁর একাধিক ভাবনা প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়েছে 'বামাবোধিনী'র পৃষ্ঠায়। নারী সমাজের উন্নতি নিয়ে তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ,[১৯] পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা,[২০] ধাত্রীর আবশ্যকতা,[২১] প্রভৃতি বিষয়ে কবি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জীবনের সবথেকে বড় সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বরপণ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি গর্জে উঠেছিলেন। উনিশ শতকের সেই সময়পর্বে সকল মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যেই এইরূপ সামাজিক দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বাল্য-বিবাহ এবং বরপক্ষের অর্থলুব্ধতা নিবারণ জন্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।"[২২]

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে পুরানো সংস্কার এবং সমাজের কঠিন বাধাগুলি কিছুটা হলেও শিথিল হয়েছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সমাজে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো বজায় ছিল, যার প্রভাব সেকালের সমাজের নারীদের উপরও পড়েছিল। সেকালে রক্ষণশীল সমাজের গঠন কাঠামোর সুড়ঙ্গ দিয়েই জীবনের একটা সময়ের পথ পেরোতে হত। মানকুমারী বসু সেই নারী সমাজেরই প্রতিনিধি। তাই তাঁর বেশিরভাগ প্রবন্ধের বিষয় সধবা বা বিধবা মহিলার আচরণীয় ও পালনীয় ধর্ম ও কর্তব্য। প্রগতিবাদী কোনো আধুনিক ভাবনা আমরা মানকুমারী বসুর কাছ থেকে যেমন পাইনি, তেমনি একথাও সত্য যে তিনি সেই ভাবনাকে সমর্থনও করতেন না। কারণ, তাঁর পারিবারিক শৈশবকালীন শিক্ষা এর থেকে বেশি তাঁকে উদার হতে অনুমতি দেয় না। এমনি সমাজ-পরিবেশ, বিশ্বাস এবং পরিস্থিতিতে মানকুমারী বসু আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেই সামাজিক ভাবনাগুলিকে আত্মস্থ করেই তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ।

আলোচ্য সময়পর্বে মহিলা লেখিকাদের মধ্যে একধরনের সামাজিক সহনশীলতা লক্ষ করা যায়। এর পিছনে আসলে ছিল উনিশ শতকের পারিবারিক শিক্ষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উনিশ শতক জুড়ে একাধিক মানবহিতৈষি ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটেছিল। বাংলা সমাজ, সাহিত্যে তাঁদের অবদানও ছিল যথেষ্ট। মানকুমারী বসু সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্মরণ করে সম্মান জানিয়েছেন। এই পর্বের লেখিকাদের এটা একটা বিশেষ গুণ বলা যায়। মানকুমারী বসুর মধ্যেও এই ভাবধারা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে –

> "যাঁহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের 'ভক্তিযোগ' পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতাম।"[২৩]

বিশিষ্ট জনের প্রতি লেখিকার এই সম্মান প্রদর্শন সমাজের সহনশীলতার পরিচয় বহন করে। তার ফলে সমাজের বন্ধন দৃঢ় হয়। ১২৯৮ সালে ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়ে মানকুমারী বসু 'শোকোচ্ছ্বাস' নামে একটি গদ্য রচনা করেছিলেন।[২৪] 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' প্রকাশিত হওয়ার পর কবি দেওঘরে গিয়ে রাজনারায়ন বসু মহাশয়কে প্রণাম করে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন।[২৫] একইভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন।[২৬] শুধু গুণী পুরুষের প্রতি নয়, গুণী মহিলাদের প্রতিও কবি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

> "যাঁহারা আমাদের বর্তমান মহিলা-কূলের গৌরব, সেইসকল বঙ্গবাসিনী দেবীদিগকে আমি চিরদিনই ভক্তিশ্রদ্ধাসহ পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।"[২৭]

এই সকল ঘটনা থেকে মানকুমারী বসুর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের একটা বিশেষ ধারণা তৈরি হয়। বিশিষ্টজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ফলে সমাজে পারস্পরিক আদান-প্রদানের বাতাবরণ তৈরি হয়, ব্যক্তির সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। এই মূল্যবোধকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের একটি বিশেষ প্রবণতা বলা যায়। বিশিষ্টজনরা চিরকাল পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করে এসেছেন এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে ও জীবনে চলার পথে সঠিক পথ অনুসরণে তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেন। মানকুমারী বসু এই শিক্ষা পেয়েই বড় হয়েছেন। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিতে এই কথার সত্যতা স্পষ্ট হয়।

> "এই বঙ্গদেশে যাঁহারা সমাজ-শিক্ষক রূপে পরিগণিত - যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে)।"[২৮]

সত্যতা জানিয়ে কবি ঋণ শোধ করেছেন। সেইসব ব্যক্তিবর্গের কর্ম কবির নৈতিক জীবন গঠনে সহায়ক হয়েছে। পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধা অর্পণ করে মানকুমারী বসু আমাদের কাছেও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এই পথেই বাঙালির যথার্থ অগ্রগতি হতে পারে কিনা সেটি অবশ্য বিচার্যের বিষয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উনিশ শতকের সমাজ বহু বিচিত্র ঘটনার রামধনু এবং সমাজ ভিন্নি-ভিন্ন আঙ্গিকে বহুধা পরিসরে নিজেকে মেলে ধরেছে। একাধিক দ্বন্দ্ব ব্যক্তিজীবনের বোঝাপড়ায় বহুকৌণিক ডাইমেনশেন তৈরি করছে— যা কখনো কখনো একেবারেই স্বতন্ত্র। সংস্কার কর্মগুলি কোনো একটি পরিসরে রক্ষণশীল ভাবনাতে বিলীন হতে চাইছে, আবার রক্ষণশীল কাঠামো তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে — এ এক মজার চক্র। সমস্যাসঙ্কুল, চমকপ্রদ, আকর্ষণীয় এরম বহু বিশেষণের উনিশ শতকের সমাজ পরিসর। মানকুমারী বসুর মতন এই সময়পর্বের মহিলা সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত গড়ে ওঠায় এরম পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক ভাবনাগুলিকে একসূত্রে বিচার করতে হবে। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংস্কার যা তাঁদের বিশেষকরে মানকুমারী বসুর আবির্ভাবের মূল পটভূমি হয়ে উঠেছে, তাকে সবসময়ই বহুকৌণিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে, যা আবার পারস্পরিক দ্বন্দ্বদীর্ণ। তাতে একদিকে যেমন রয়েছে হিন্দু বাঙালির রক্ষণশীল ভাবনা, আবার সেই সমাজ উপনিবেশীয় ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করছে, এবং নারীর শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণাকে আঁকড়ে থাকছে। সেই সমাজের শিক্ষা, ভাবনা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পাঠ এবং তার মধ্য দিয়েই আত্মউন্মোচন— এটিই হল এই সময়ের মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের মূল পটভূমি। এই প্রেক্ষাপটেই তাঁদের আত্মপ্রকাশ। মানকুমারী বসুর ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। মানকুমারী বসুর সাহিত্যের মধ্যে এই পটভূমিটিকে বা উনিশ শতকের এই দ্বন্দ্বদীর্ণ বিচিত্র সমাজকে বেশ নিঁখুতভাবে বোঝা যাবে— উনিশ শতকের তত্ত্বের যৌক্তিকতা খুঁজতে মানকুমারী বসু বা উনিশ শতকের মহিলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য এবং জীবন আকড় হয়ে উঠতে পারে।

Reference:

১. PAUL, STEWART HACKMAN, ‘THE MEDIA ASSEMBLAGE : THE TWENTIETH-CENTURY NOVEL IN DIALOGUE WITH FILM, TELEVISION, AND NEW MEDIA’, Ph.D Thesis, University of Illinois, 2010, pp. 1
২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, ‘দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য’, দে’জ পাবলিশিং ২০১৪, পৃ. ১৯।
৩. রোহিণী বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের অন্যতম মহিলা চরিত্র।
৪. বিনোদীনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের অন্যতম মহিলা চরিত্র।
৫. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, ‘বঙ্গের মহিলা কবি’, ‘মানকুমারী বসু’, অলোক রায়(সম্পা.), দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ.৯৯
৬. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯
৭. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯
৮. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৯৯
৯. রায়, অলোক, ‘উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান’, ‘ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কার আন্দোলন’, অক্ষর, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৬৯
১০. অলোক রায় এহেন মন্তব্য করেছেন। প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৬৯, আরো জানতে শাস্ত্রী, শিবনাথ ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ ‘ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থান—১৮৬০-১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত’, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.,২০১৬।
১১. রায়, অলোক, ‘উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান’, ‘ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কার আন্দোলন’, অক্ষর, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৭০
১২. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৭০
১৩. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ৩৭২, আরো জানতে শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.), গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৬। উক্ত পরিচ্ছেদে এর সময়কাল আছে ১৮৭০-১৮৭৯ সাল পর্যন্ত।
১৪. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, ‘বঙ্গের মহিলা কবি’, ‘মানকুমারী বসু’, অলোক রায়(সম্পা.), দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১০৮

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 651
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৫. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮
১৬. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৮
১৭. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯
১৮. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯
১৯. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯
২০. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯
২১. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯
২২. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১০৯
২৩. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, ‘বঙ্গের মহিলা কবি’, ‘মানকুমারী বসু’, রায়, অলোক(সম্পা.), দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ১১১
২৪. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২
২৫. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২
২৬. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২
২৭. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২
২৮. প্রাগুক্ত সূত্র, পৃ. ১১২